ছিলো, সেই কাটাতে
কোন মহাপাপ করেছিলেন তাই
গিয়েছিলেন ! বাস্তবিক তিনি মরেন ।
দাহ কত্তে আনা হয়, তথন তিনি বাক্সের ...বা ছিলেন না, স্বদু বাক্স-পোড়ান হয়” সহরে বড় হুজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপচাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো ।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শুনা গ্যালো, স্থপ্রিম-কোর্টের সূক্ষ্ম বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়েচেন। সহরের নানা-বিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, “তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন”—কেউ বল্লে, “ভাগ্যি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো ! তা না হোলে পরাণ বাবু টেরটা পেতেন।” এদিকে প্রতাপচাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে বরানগরে বাস কল্লেন। সেথায় বুজরুক হন—থান্‌কি, ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের স্যালা লেগে গ্যালো, প্রতাপ-চাঁদ না পারেন, হ্যান কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনার মত প্রতাপ-চাঁদের কথা আর শোনা যায় না, প্রতাপচাঁদ পুরোণো হলো,—আমরাও পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম !

মহাপুরুষ ।

পাঠক ! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে ! এক দিন আমরা স্কুলে একটার সময় ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, “ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি এক জন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশোদ গাছ ও উইয়ের ঢিপী হয়ে গিয়েচে—চোক্ বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্‌লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন !” শুনে আমাদের বড় ভয় হলো ! ইস্কুলে

ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরু... ভাবতে লাগ্‌লেম; লাট্টু, ঘুড়ী, ক্রুকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠ্‌লো, শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় "বেঙ্গমা—বেঙ্গুমী" "পায়রা রাজা" "রাজ পুত্তুর পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর—চার বন্ধু" "তালপত্তরের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে" ও "সোণার কাটি রূপোর কাটি" প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম!—হায়! বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিলো; ভূত, পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর ... হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌ত না—অমর বর ... সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা ... সময় ঠাকুরমাকে সেই মালির মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুর... খানিক ক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে ...কালে মহাপুরুষের পায়ের ধূলো আস্তে বলে দিয়ে মহাপুরু... বিষয়ে আরো দু এক গল্প বল্লেন;

...কমা ... —বছর আশি হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে ... বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময় পথে জঙ্গলের ... মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম ...ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে ...ণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকোয় রাখ্‌লেন। তখন ...র মোহানায় জল থাক্‌তো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ...দিয়ে আস্‌তেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আস্‌তে ... এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্ছে, ... ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ... নৌকো... কাছে

বসে ধ্যানে ছি… [illegible] …দো ডাঙ্গার মহাপুরুষও হান্‌তে হাস্‌তে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাঝী অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর এক বার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদর বন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিলো, তাঁর গায়ে বড় বড় আশোদ গাছের শেকড় জমে গিয়ে ছিলো, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালা কাঠের মত হয়ে ছিলো। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা [illegible] পড়্‌লেম্।

তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরু… [illegible] …ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড় জয়ঢাকের [illegible] …দুলিতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সু… [illegible] …ই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্‌নী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের … [illegible] …থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম!

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়্‌লেম—কালে… [illegible]
সহাধ্যায়ী দু চার সমকক্ষ বড় মানুষের ছেলের স… [illegible]
একদিন আমরা একটার সময় গোলদিগীর মাঠে ফড়ি… [illegible]
ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশ… [illegible]
ব্যাড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড় মানুষে… [illegible]
রাঁদুনী বামুন ছিলেন, এডুকেসন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচন… [illegible]
বাবুর সুপারিসে প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে … [illegible]
পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভাল বাস্‌তেন, সুতরাং সকলেই … [illegible]
[illegible]

আস্‌বা মাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম্‌, পণ্ডিত মহাশয় মিঠেখিলি পচন্দ কল্লেন, পান পেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, আরে হুতোম! "আর শুনেচো? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিলো, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে শুল্‌ পুড়িয়ে দ্যান, জলে ডুবিয়ে রাখেন; কিন্তু কিছুতেই—ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতন হলো; এখন সেই মহাপুরুষ যা পাচ্চে, তাই খাচ্চে, লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাকা টেনে বাতাস কচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে!

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্‌ হয়ে পড়্‌লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তি টুকু ছিলো—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—টপর হীন ইথুরের মত একেবারে উপে গ্যালো। ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফ্যালা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্‌লো।

লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা।

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁদুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো। এক দিন আমরা পড়া বল্‌তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন্‌ হয়ে রয়েচি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না কিন্তু ছেলেদের হয়) এক বামুন বাবুদের বাড়ীর ছোট বাবু মুখে শামা পাখির বোল—"বক বকম বক বকম" করে পায়রার ডাক ডেকে ঘুরে ব্যাড়াচ্চেন ও পনি

টাট্টু সেজে কদম দ্যাখাচ্চেন; এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বল্লে "যে কাল বৈকালে পাকপাড়ার লালা বাবুদের" (শ্রীবিষ্ণু! আজ কাল রাজা) "লালারাজাদের বাড়ি—এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দরওয়ানকে বঁরশায় বিঁদে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হামন হোঁসেনের মত একটা পুরোনো পাত্‌কোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গাঁরগিটের অপ্রতুল ছিল) আর এক জন ছোকরা বলে উঠ্‌লো "আরে তা নয়, আমার দাদার কাচে শুনিছি, রাজাদের বাড়ির সামনের গাছে একটা কাগ মেরে ছিলো বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাস্তে এসে," আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, "আরে না হে না, ও সব বাজে কথা! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়্‌কি। রাজাদের এক জন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ, তাই দেখে এক জন সাহেব ভেংচে ছিলো, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি করে;" অনেকে অনেক রকম কথা বল্‌চেন, এমন সময় মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাটুর কদম্‌ ও "বক্‌ বকম্‌" বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচ্‌লেন—ঢং ঢং করে দুটো বাজ্‌লে কেলাস্‌ বসে গ্যালো, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুন্‌লেম, বাঙ্গালা কাগজ ওয়ালারা "এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতৃষ্টা পাইল, রাজাদের বাড়ি যেমন জল খাইতে যাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দ্যায়, তাহাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলি করিতে হুকুম দ্যান" প্রভৃতি নানা অজগুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। সহরের পুর্ব্বের বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিলো, "অমুক বাবুর মত দাতা কে!" "অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়" (বাবু মুচ্ছুদ্দী মাত্র) "অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে-গেচে" "অমুক বেশ্যার নত খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পালে

স ঘোষ।

াং—নূড়ীঘাট।

রোপাধ্যাকঃ

তঃ

ভটচায্যি ও কল্যাদরয়া ডুব্ মাচ্চেন ; কেউ কেউ স্তঃশালে রইতে লাগ্লেন, ডুবে জল খেয়েসে নাই যে, টের পান ; তবুও অনেক জায়গায় য়ারা বসে গ্যাল, কিছুতেই কিছু কত্তে পাচ্চেন প্যাজ রসুনের গন্ধ ঢেকে তুলে—শ্রাদ্ধ সভা বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর র রসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রাদ্ধের প্রসাদ বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গ্যাল. বাবুর্চ্চীখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখ্তেও ।

কালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় হয়ে পড়্লেন। ব্যাণ্ডের সঙ্গে সভার এক দিকে রাজভাটেরা স্বর করে বল্লালের রেরের গুণ কীর্ত্তন কত্তে লাগ্লো, এক দিকে ভট্টা- গে গ্যালো, দুদশ জন ভেড়রমুখো কুলীন দল জ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগ্লেন, দল দল হলো, খোলের চাটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং ্যাস ও ডিসেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগ্লো—বৈমাত্র রে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই কাঁদতে লাগ্লেন দেখে—অ্যাসুবিসন হাসতে লাগ্লেন!

...ব্রাহ্মণ...
...টকেও বাড়িতে
ছেলেপুলে আছে, কল
জন কলারমুখো বামুনদে
বোধ হয় য্যান গুরুমশাই
বার সময় বোধ হয় এক একট
একটা গাধায় বইতে পারে না! ব্রাহ্মণরা ...
দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন। দই মাখান এঁ
খুরী ও আঁবের আঁটীর নীলগিরি হয়ে গ্যাল!
করে উড়্‌তে লাগ্‌লো—কাক ও কুকুররা টাঁ...
য়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাছে! সুতরাং জল
মন্ত্রা দই ও আঁবের পচে এক রকম ভ্যাপ্‌সো
তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিয়ে বাড়ির ফেরত লোক ...
পার্ল্লেন না।

এ দিকে বৈকালে রাস্তায় "কাঙ্গালী জমতে
হতে লগেলো। ক্রতই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালী
ভারী, দোকানদার, উড়েবেহারা, রেও ও ...
দলে মিস্‌তে লাগ্‌লেন। জনতার ও! ও!
পাড়া প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো; রাত্রির সা...
দের বিদেয় কর্‌বার জন্য প্রতিবাসী ও ব...
দের বাড়ী পোরা হলো; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষ...
আদুলী, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন
লণ্ঠন ও "আও!" "আও!" রাস্তায় রাস্তা...
ব্যাড়াতে লাগ্‌লো; রাত্রির তিনটে পর্য্যন্ত কাঙ্গালী
প্রায় ত্রিশ হাজার "কাঙ্গালী" জমে ছিলো, এর ভিতর
গর্ব্ভবতী কাঙ্গালিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব ...
বন্দরে বিস্তর বাড়ে!

কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্যে...

[প]াপা ষণ্ডের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল শিকলী পর্লেন। বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—"যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন—বহু দিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকান্‌দের মত হতে পারেন নি। (পার্‌বেন কি না তারও বড় সন্দেহ) তাঁদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কাত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছাওয়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই কর্‌বেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।" বল্‌তে কি, কেবল আহার ও গুটি কতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ্‌মাত্র করে নিয়েচেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সে গুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতি বাবুরা ফির্‌তি ফলারে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যান্‌টুলন ও বিলিতি বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিংএর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের এক শেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্‌তে লাগ্‌লো—সেই সময় বজারে এই গান উঠ্‌লো।

গান।

"বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথায় পর কুর্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।

টানটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
মুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা॥"

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের ব্যালায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যে-সাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে!"

কোথাউ হুজুক উঠ্‌লো "দলিপ সিংকে ক্রিশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌএর বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো!"

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ির গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না! দুই এক জন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন।

ক্রমে সেপাইএর হুজুকের বাড়্‌তি কমে গ্যালো—আজ—দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো! মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিং-এর পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না" বাড়ি বাড়ি গেয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেসনে সেই রূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

সকল পাগ্লামো করেচি, এখন সেই গুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাঁসি পায়; আবার এখন যে পাগ্লামি প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো! মৃত্যুশয্যার পাশে যবে এই গুলির ভয়ানক ছবি দ্যাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাকবে, তখন সেই অনন্য আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না! বাপ্ মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে "বাবাগো—মাগো" বলে কাঁদে—আমারাও তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই পাঠক! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দ্যাখাতে দ্যাখাতে তরে যাব।

প্রলয় গর্ম্মিতে এক দিন আমরা মোটা চাদোর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক জন মুহুরি বল্লে যে "আমাদের দেশে হুজুক উঠেছে ১৫ ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আস্‌বে,,—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাশের মত সহরের কোন কোন বেগে বাবুরা সিঙ্গিবাহিনী ঠাকরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু চার কয়েদী খালাস করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতক গুলি কয়েদী খালাস কর্ব্বেন, নদের রামশর্ম্মা আচাৰ্য্যি গুণে বলেচেন।,, আমরা এই অপরূপ হুজুক্ শুনে তাক্ হয়ে রইলেম! এ দিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠ্লো "১৫ ই কার্ত্তিক মরা ফির্‌বে।,, বাঙ্গলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তি টুকু জন্মে ছিলো, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিক্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্লো।

সহরের যে খানে যাই, সেই খানেই মরা ফের্‌বার মিছে হুজুক্। আশা, নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল [illegible] য়গার মরা ফেরা সেজে

যেতে লাগ্‌লো; অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গ্যালো—বাজারে হোক্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠ্‌লো! ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ ই কার্ত্তিক নবাবিচালে এসে পড়্‌লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধ্যাপূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তরের জন্য মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুল-বয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র ভ্রাতাহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ ই কার্ত্তিক দিল্লির লাড্ডু হয়ে পড়্‌লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিস্‌লেন। ছেলে ব্যালা আমাদের একটি চিনের খোরগোশ ছিল, আজ বছর আষ্টেক হলো সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার জন্য কচি কচি দূর্ব্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজেরাটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম্।

১৫ ই কার্ত্তিক মরা ফির্‌বে কথা ছিল, আজ ১৫ ই কার্ত্তিক। অনেকে মরার অপেক্ষায় নিম্‌তলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, রাত্তির দশটা বাজে, মরা ফির্‌লো না; অনেকে মরার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মরা ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো!

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা।

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠ্‌লেম; দু চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগ্‌লেন; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকী পড়্‌তে লাগ্‌লো—আমাদের বিপ[illegible] মুচকে হাসেন ও আমোদ করেন;

তাঁদের এক চোক্ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পার্লে তার্ বাটিটি নষ্ট হয় স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগ্‌লো! লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকয়ী ও সূর্পণখা হতেও সরেস! ক্রমে একদল শত্রু জন্মালেন, এক দল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গ্যালো। যাঁরা শত্রুর্ দলে মিস্‌লেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগ্‌লেন, শত্তুররা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করে ছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্‌লুম যে যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন; কিছুই খুঁজে পেলুম না বরং সন্ধানে বেরুলো যে নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতক গুলির চিরন্তন ব্রত, সেই রূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তার যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেম্‌নি এঁরা আপনা আপনি থাম্‌বেন; তবে অনেকের এই পেসা বলেই বা হোক্—পেসাদারের কথা নাই।

নানাসাহেব।

মরা ফেরা হুজুক থাম্‌লে কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়্‌লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচ্‌লেন।

সাত পেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোঁড়া—লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা—শিবকেষ্ট বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্‌স সাহেব—নীল বাঁদুরে লঙ্কাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাগের উৎপাতের মত ইংলিস্‌ম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক রাম মোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলীর ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠ্‌লো।

সাতপেয়ে গরু।

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দুপয়সা রেট হলো; গরু রাখ্‌বার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগ্‌লো, কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।

দরিয়াই ঘোড়া।

—০ঃ()ঃ০—

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কল্লে লাগ্‌লেন; বেশির মধ্যে বিক্রী হবার জন্য দু চার মাতালো মাতালো থামওলা সেপাই পাহারা ও গোরা কোচম্যান্ (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোঁড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক্‌টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড় মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক্‌টাকা দর, পিঁজরেয় পূরে চিড়িয়া খানায় রাখ্‌বার ও বিলক্ষণ উপযুক্ত; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর

...ই বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য আর কোথাও নাই—সেথায় মায় মহারাজ, তম্বু, রত্ন, ...ল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবি কেতার ...ওয়ার আছে, এমন কি এক আদ্‌টির যোড়া নাই।

লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা।

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লক্ষ্ণৌএর বাদসা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বস্‌লেন—সহরে হুজুক উঠ্‌লো, "লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন ; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোসাক, পায়ে আল্‌তা," কেউ বল্লে "রোগা ছিপ্‌ ছিপে, দিব্বি দেখ্‌তে, ঠিক যেন একটি অপ্‌সরা।" কেউ বল্লে "আরে না, বাদসাটা একটা কুঁপোর মত মোটা ঘাড়ে গর্দ্দানে, গুণের মধ্যে বেস্‌ গাইতে পারে" কেউ বল্লে "আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম ; বাদ্‌সা শ্যামবর্ণ, এক হারা, নাকে চস্‌মা, ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত," লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিনকতক সহর বড় গুল্‌জার হয়ে উঠ্‌লো। চোর বদমাইসরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে ; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরণো জিনিস বেধড়ক দামে বিক্রী হয়ে গ্যালো ; দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ মরা হয়ে গ্যালে খ্যালাতে বার করে, গবর্ণমেণ্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পুরে রাখ্‌লেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস্‌ করে খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগ্‌লেন ; সহরের রাঙ্গার, ভদ্দর, সেখ, খাঁ,

দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেররা মাল সেজে কাঁদুনা লেন—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্ষ্ণৌএর বাদসা জমি নিলেন, দুই এক বড় মানুষ জাল ফেল্‌লেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জা... পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বল্লে " কেঁদো মাছ! " কেউ বল্লে " রাগা! " নয় " খোঁটা! "

শিবকৃষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে দ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়ে ছিলেন; আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওলা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি ঠক্‌লেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালির কুলে কালী দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন। কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্য না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টো বাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়্‌লো—এক জন " এম, ডি, এফ, আর, সি, এস " প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাব ওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

আমাদের সহরে বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই বর্‌গুণ আছে। " ভাল কত্তে পার্‌বো না মন্দ কর্ব্বো কি দিবি তা দে! " যে ভাষা কথা আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের

কুড়া টাকা দিয়ে কিনে—“গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়োল” হতে চান—অনেকে আড়ি তুল্‌তেও এই পেসা আশ্রয় করেচেন! যদি এমন পেসাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো? তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈতো নয়! আমাদের কল্‌কেতা সহরের অনেক বড় মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তাঁর কাছে ঘলকে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড় মানুষের ঘরে ও রকম কর্ত্ত পার পেয়ে গাছে ও নিত্যি কত হচ্চে—সহরের একটি কাশ্মীরী মূখপুড় মানুষ আক্ষেপ করে বলে ছিলেন যে “সহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল 'আমিই ধরা পড়েচি।” শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক্‌ তাই।

জসটিস্‌ ওয়েল্‌স।

শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জস্‌টিস্‌ ওয়েল্‌স নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা করবার সময় যখন ... ভুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন “... বাদী ও ...লের জাত।” ...তে বাঙ্গালীরা ...
“শত ... জন মিথ্যেবাদী বা বল্লে হলে ... মিথ্যাবাদ... বেন এমন কোন কথা নাই”—চার দি... ...স্তাযের হুজগাজু... গ্যাল, বড় দলের মোড়োলরা হা... পেলেন, “তেঁই ...” ...ত মাতালো মাতালো জায়গায় কোনপড়ে গ্যাল, শেষে ...কে একটি সভা করে ... হুজুকেষ্ঠ মহাশয়ের

নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালিদের তো এক পদও "সাধারণের" স্থল নাই! টাউন হাল্ সায়েবদের, নিমতলার ছাত খোলা হল গবর্মেণ্টের, কাশী-মিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদ্-নীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধা-কান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে!

সহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুণো গলীর আন্‌ড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসি হন; সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দির ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা কর্ব্বেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্য[illegible] যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লা[illegible] রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস্ পড়্‌লো; রাজা বাহাদুর স[illegible]ব্রত, এক বার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচুদ[illegible]লের সুপারিস্ হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালা[illegible]রা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের ও[illegible]ঙ্গ ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, [illegible]হরের [illegible] পড়্‌লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাট-[illegible]ত করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লা[illegible] সীমে [illegible]দের যে কথঞ্চিৎ স[illegible]হস জন্মেচে, [illegible] তাতে তার [illegible]ওয়া গ্যাল। সুপারিসওয়ালা বাবু[illegible] হরের সোনার [illegible] বড় মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন ন[illegible]পারিস-ওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যাল, বেণে বাবুরা [illegible] নিজেই মেসেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওএলস্- [illegible] অনেক

মিউটিনি।

পাঠকগণ! এক দিন আমরা মিছে ছিঁ ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় ন্লেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই রে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লির নেড়া চীফ আবার "দিল্লী- রো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিদ! সহরে ক্রমে হুল স্থূল ড়ে গ্যালো, চুনোগলী ও কসাইটোলায় পেটে ইঁদ্রুস্, পিদ্রুস্ মিস্ ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লেভে ভলিনটিয়ার হলেন, াথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক্ উঠ্তে লাগ্লো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হার কেতের মত ইংরেজরা উত্তর শ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, কুদে কুদে ছলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কর্ত্তে পাল্লেন না, ছোট ছলের ঘাড় ভাঙ্গ্বার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর ঝাড়্তে লাগ্লেন! লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্র শস্ত্র (বঁটি ও কাটারি মাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ ক... বাঙ্গালিরা ড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে ল... ঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, ...রেরা অনরেবল েজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চো চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) াদিন, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগ্লেন্ শামচাঁদ সামান্য নন, াঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাতো কোন ছার! লক্ষ্ণৌ র বাদসাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরার সময় পেয়ে দু চার বড় ড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্সাল ল জারি হলো, যে ছাপা ন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, সে ছাপা যন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার র, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিস কুলের সেই চিরপরিচিত

ম্পাদক তার পুরস্কার স্বরূপ তারে নিজ সহকারী কর্‌বেন „
য়ালত পালত কথাতেই পত্র পুরুলেন ও গ্‌ ল দিয়ে পদ্য আঁ
কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশে প্রশংসা কচ্চেন—আজ কাল
অনেক কাগজে চোরা গোপ্তা চলে!

শেষে সঠিক শোনা গেলো যে, এক জন দরওয়ানকে এক জন
ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।

কৃশ্চানি হুজুক।

পাক্‌পাড়া রাজাদের হংগামা চুকতে চুকতে হুজুক উঠ্‌লো
" রণজিৎ সিংহের পুত্র দলিপ—ইশুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁর সঙ্গে
সম্প্রদায়সীকেরা কৃশ্চান হয়েচেন, ও জন কতক ভাট্‌পাড়ার ঠাকুরও
কৃশ্চান হবেন! " ভাট্‌পাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা কৃশ্চান
হবেন শুনে অনেকে চমকে উঠ্‌লেন, শেষে ভাট্‌পাড়ার বদলে পাথুরে
ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন
বেরিয়ে পড় [illegible] সমধর্ম্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছুগ্গু করে দিলেন,
এ [illegible] না! সহরে যখন যে পড় তা পড়ে, শীগ্‌গির
তার শেষ হয় না; দ্বৈ ছিতীকে এক জন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে
হালদার, এক জন বেণে কায়স্থও কৃশ্চান দলে বাড়্‌লো—দুচার
জন বড় বড় ঘরের মেয়ে মানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন!
শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে
বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও পুরস্কার সেবা কত্তে
লাগ্‌লেন। কৃশ্চানি হুজুক নক্তর চল্‌তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আস
পাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে
বড় হয়ে উঠ্‌লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না!

...এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা ...
...চু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম; আর আ...
...ঙ্গুরী বলে দিব্বি একটি শাদা বেরাল ছিল (আহা কাল ...
...টি মরে গ্যাছে—বাচ্ছাও নাই!) বাকী সে প্রসাদ পেতো। স...
...খাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের ...খা পড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকী, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তর্ক কর্ত্তে যাই, ছোঁড়া-গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখ্‌তে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক্ এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দু-কুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো—কখন বোধ হতে লাগ্‌লো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটি বড় অসঙ্গত হয়,) রামমোহন রায়? হঁ। এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মর্ত্তে পার্ব্বো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বল-বতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়্‌লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালাদলী করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুন যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!

হায় অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে

...উটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালিরা ফাঁশী ... মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে যান বাঁচালেন, কারু নিরপরা... ও হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গির পেলেন। অ... কপাল ফলে উঠ্‌লো, "যখন যার কপাল ধরে—" ইত্যা... কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পা... গত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালি শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জান্‌তে অবসর পেলেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বল্‌তেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালিদের দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড়্‌লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

সরাফেরা।

—০ঃ◯ঃ০—

আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উত্‌লে উঠ্‌লো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌড় বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠ্‌লেম—কেউ কেউ আদর করে "চালাক দাস" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

ছেলে বেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখ্‌বারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পুর্ব্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেই গুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফিঃ পয়ার পিছু একটী করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোত্‌লা হতে হয়, ছেলেবেলা

পান। ফলারে কেউই ক্যালা যায় না ; বামুণ ও রেওদের মধ্যে য্যামন ভুখোড় ফলারে আছে, কায়েত, নবশাখ্ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্কে পায় না !

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপ্‌কান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক্ যাত্রার নকীব সেজে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্ব নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড় মানুষ বা সাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তুন্নে বামুন থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পুজরী বামুণেও চলে। নেমন্তুন্নে বামুন বা সরকার রামগোরুের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উডেন্ প্যান্সীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান—ছেলেটী কেবল ট্রুকাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজ্ কাল্ ইংরাজী কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলে পুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়ে বাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভাণ করে কাটিয়ে দ্যান ; অথচ বাড়িতে এক যোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতিশালের হাতি ও ঘোঁড়াশালের ঘোঁড়া খেয়েও পেট ভরে না !

পাঠক ! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচীরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্‌লে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না— আমরা ম্নুকে রঘুর ভাই ! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই ! সেবার মৌল্‌বী হাল্‌ম হোঁসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফার্ষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি—ভাল কথা ! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুর বাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম

ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জোন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও স্বর করে সংস্কৃত মন্ত্র জিয়া পড়তে দেখ্‌তে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে; যদি ইউনিভারসিটিতে বি, এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্।

রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়, এক তো মধ্যাহ্ন ভোজন বা জলপান রাত্তির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোঁড়ার মত নাল বাঁদান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখ্‌লে বুজতে পার্ব্বেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গিদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বস্‌তে ভরশা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিম খোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগ্‌লো। এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধুম চুক্‌লো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগ্‌লেন!

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টাচার্য্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী৺ ধর্ম্মসভার উমেদারের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শাল্‌গেরামের সাম্‌নে দিব্বি কত্তে লাগলেন যে তিনি আজ্জিন সহরে আচেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুই জানেন! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মর্‌বার সময় বলে গিয়েচেন যে "ধর্ম্ম অবতার! আপনার মত লোক আর জগতে নাই!" এনও-

গ্রাম অনেক শূন্য উপাধিধারী হুজুরেরা ধরা পড়লেন, গোবর খেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উত্তোরপাড়া অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টাচার্য্যিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবোর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম!

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ি, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন; এঁরা এক এক জন হারামজাদ্‌কী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি, এ দিকে এমনি সজ্জা গজ্জা করে বাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্র লোক; বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।

রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোন খানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্‌লো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্‌ হলেন। মামী ভাগ্‌নেকে ছাঁট্‌লেন—ভাগনে মামীর চির অন্নপালিত হয়েও চির জন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লেন। আমরা যখন ইস্কুলে পড়্‌তুম, তখন সহরের এক বড় মানুষ সোণার বেণেদের বাড়ির শম্ভু বাবু বলে এক জন আমা-

দের ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড ছিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বল্লেন যে “কাল ভাত্রে আমি ভাই আমার স্ত্রীকে বর ঠাট্টা কর্‌ছি, সে আমায় বল্লে তুমি হনুমান্‌, আমি অম্‌নি কন্‌ কড়ে বল্লুম্‌ তোর শ্বশুর হনুমান্‌” ভাগ্‌নে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ কল্লেন। “রসরাজ” কাগজ পুনরায় বেরুলো; খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগ্‌লো। এরি দেখাদেখি এক জন সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কলেজ এডুকেশন মাথায় তুলে “য্যামন কর্ম্ম তেমনি ফল” নামে “রসরাজের” জুড়ি এক পচাল পোরা কাগজ বার কল্লেন—রসরাজ ও তেমনি ফলে নড়াই বেঁধে গ্যালো। দুই দলে কৃতাস্ত্র ও সেনা সংগ্রহ করে সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইস্কুল বয়েরা ভূরি ভূরি নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ঘটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান কর্‌বার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চল্‌তে লাগ্‌লো—“পীর গোরাচাঁদের ম্যালা” “পরীর জন্ম বিবরণ” “ঘোঁড়াভূত” ও “ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন” প্রভৃতি প্রস্তাব পরিপূর্ণ রসরাজ প্রতি দিন পাঁচ শ! হাজার! দু হাজার! কাপি নগদ বিক্রী হতে লাগ্‌লো! কিন্তু “ব্রাহ্ম ধর্ম্ম” মাসে একখানাও ধারে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ, “তিলোত্তমা” ও “সীতার বনবাসের” খদ্দের নাই! কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্‌চে, এমন সময় গবর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালীশ কল্লেন; “যেমন কর্ম্ম” ও পাছে তেম্‌নি ফল পান এই [illegible] গা ঢাকা দিলেন; “রসরাজের” দোয়ার ও খুলীরে, মূল গায়েনকে মজ্‌লিসে রেখে “চাচা আপন বাঁচা” কথাটি স্মরণ করে মোর্দ্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্‌নে বাবু (ওর্‌ফে [illegible] খুড়ো) সফিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রয় কল্লেন—[illegible] ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণ বাড়ি ঢুক্‌লেন। “পীর গোরাচাঁদের” বাকি গীত সেই খানে গাওয়া হলো। পাতর ভাঙ্গা হাতু-

ভূরীর শব্দ, বেত্তের পটাং পটাং ও বেড়ীর ঝুম্‌ঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদিরা বাজে লোক সেজে "পীরের গীত" শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে "খেয়েলেন দই রমাকান্ত, বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন"—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্‌নে বাবু (ওর্‌ফে মিস্তির খুড়ো) ও রসরাজ সম্পাদকে সেইটির সার্থকতা হলো। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়্‌লেম, চস্‌মা ভিন্ন দেখ্‌তে পাইনে।

বুজ্‌রুকী।

পাঠক ! আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্ত মুখ্‌খী কুলীন, দেড় শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহরে খান্‌কী মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাক্‌তো। আমাদের খুড়ো কলার মাত্রেই পাং ধুলো দ্যান ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুর করেন না . এমন কি ভাগে পেলে চলন সই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন্ না। বল্‌তে কি আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো এক্‌ রকম সবলোট্‌ গোছের ভদ্দর লোক! খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিম্‌লে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোণা তইরি কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন—পারা ভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েচেন, তারি বুজ্‌রুক! কিন্তু আমরা ক বার কটি সন্ন্যাসীর বুজ্‌রুকী ধরেচি, গুটি কত ভূতলাচার ভূত উড়িয়ে দিয়েচি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া ভূতত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজ্‌ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই, না আসেন, এমন দেবতাই নাই,

সুতরাং কখন কখন "যোগা করা" "ছেলে করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ডু সিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান্‌, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোঁসেন খাঁ।

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোছ্‌লমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দ্যাখা দ্যান—তিনি হজ্‌রত জিনিয়াই সিদ্ধ! (পাঠকরা আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)—"যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্‌সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি টাকা উড়িয়ে দ্যান, নদীজলে চাবীর থলো ফেলে দিয়ে জিনির দ্বারা তুলে আনান" প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোঁসেন খাঁর খবর হলো। হোঁসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্‌সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল স্যামপিন্‌, দোনা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলানেবু, বেলফুলের মালা, বরফ ও আচার আন্‌লেন—যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হোঁসেন খাঁকে মান্‌তে লাগ্‌লেন, ভাষায় বলে "পাথরে পূজিলে পাঁচে পার হয়ে পড়ে" ক্রমে হোঁসেন খাঁ বড় বড় কাপ্তারী উল্লুক ঠকাতে লাগ্‌লেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দি হলো। বুজ্‌রুকী দ্যাখ্‌বার

জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো—হোঁসেন খাঁর প্রিমিয়ম্ বেড়ে গ্যালো।

জুজ্‌চুরী চির কাল চলে না। "দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের," ক্রমে দুই এক জায়গায় হোঁসেন খাঁ ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কাণমলা, শেষ প্রহার বাকি রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্ব্বে দেবতা নির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু এক ঘা দিতে বাকি রাখ্‌লেন না, কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোঁসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়্‌লেন যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগা করে বাহির করে দ্যান, শেষে সরকারী অতিথশালা আশ্রয় কল্লেন—হোঁসেন খাঁ জেলে গ্যালেন! জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

ভূতনাবানো।

আর এক বার যে আমরা ভূতনাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ার এক শ্যাকরাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; শ্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজি ডাক্তর বদ্দি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সন্তেন—কাল-ভৈরবের স্তব পাঠ—তুক্—তাক্—সাফরিদ্—নারাণ—বালওড়—বাল্‌সী—শোপুর—দুলপুর ও হালুম পুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলী ধারণ হলো—তারকেশ্বরে হত্তো দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও

হাতে ধুনো পোড়াতে গ্যালেন—শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালায় ভূতের ডাক্‌তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজ কাল দু এক বাঙ্গালী ডাক্‌তার মধ্যে মধ্যে পেসেণ্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মসারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরা ধরি করে আস্তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড্‌ ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্রাম স্থির হলো—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল, কুটিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তর আড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন, গীর্জ্জের ঘড়িতে ঢং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালে গুম করে তোপ পড়্‌লো। ছেলেরা " ব্যোম্‌কালী কল্‌কেতাওয়ালী " বলে হাত তালী দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাব্‌লেন।

আমাদের প্রতিবাসী, ভূত নাবানোর কথা-প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নি-দের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড় বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই; ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলারের দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি কর্ব্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটী পীড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্‌লেন—অনেকের আপাদ মস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই এক জন কলেজ বয় ও মোটা মোটা লাটিওয়ালা নিমন্ত্রি-তদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মে ছিলো, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে দুটী চ্যালামাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দ্যাখ্‌বার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আস্‌তে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও "কাল ও রুগ্নীর" উপলক্ষে

একটু বক্র, তা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার কর্‌বার সম্মতিতে রোজা ভূত আন্‌তে রাজি হলেন—চ্যালারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁশে বস্‌লেন, দরজায় হুড়্‌কো পড়্‌লো—আলো নিবয়ে দেওয়া হলো; রোজা কোশা কুশী ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাক্‌তে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে—বারোইয়ারির শুদম জাৎ সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!

পাঠক! আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, যে আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীর ভয় নিবারণের জন্য একটি ছোট জয় ঢাকের মত মাদুলীতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধূলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দ্যান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাদুলী ছিল, দুটি বাগের নক্ ছিল আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চাম্‌ড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবজ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেব্যালা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার নুন্নুড়ীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাস্‌বিসনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুন্‌লেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, স্বতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে সে গুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেই গুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেগুলি পোরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—এই বিবেচনা করে সেই গুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গ্যাল না—সে গুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি—গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন,

নেঁপীর মা বলে আমাদের বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান গুণে বলে দ্যায় যে "চোর বাড়ির লোক, বড় কালও নয় বড় সুন্দরও নয়, শ্যামবর্ণ মানুষটি একহারা মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক্ থাকতেও পারে, না থাক্‌তেও পারে" জানের গোণাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোজায়, সুতরাং চাকর-কেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলী গুলি পাওয়া গ্যাল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠ্‌লো!

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না এটিরও নিশ্চয় নাই—সে দিন কল্‌-কেতার ব্রাহ্ম সমাজের এক জন ডাইরেক্‌টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সর্‌ষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়—ভূত অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে চতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়!

এ দিকে রোজা খানিক ক্ষণ ডাক্‌তে ডাক্‌তে ভূতের আসবার পূর্ব্ব লক্ষণ হতে লাগ্‌লো, গোহাড়, ঢিল, ইট ও ছুতো হাড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়্‌তে লাগ্‌লো, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ করে য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিক ক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বস্‌বার জন্য ঘরের ভিতর যে পীড়ে খানা রাখা হয়ে ছিলো, শব্দে বোধ হলো সেই খানি চুর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গ্যাল—রোজা সভয়ে বলে উঠ্‌লেন—শ্রীযুৎ এসেচেন।

আমরা ছেলে ব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনে ছিলাম যে, ভূতে ও পেতনীতে খোঁনা কথা কয়, সিটি আমাদের সংস্কার বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো; আজ তার পরীক্ষা হলো—ভূত পীড়ে কাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগ্‌লেন, প্রথমে এসেই কলেজ বয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাক্‌লেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে ডাক্ দিলেন, শেষে ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ত্রুটি করেন নাই; ভূতের খোঁনা কথা ও অপরিচি-তের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড় হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দ্যাখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখ্‌তে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড় হস্তে কথা কয়ে

ছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো।) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সরমর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠি বাঁটার আদুরে নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আচঁতে লাগ্‌লেম!

লুচীর চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্‌টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগ্‌লো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলা-উঠো, রুগীর বমির ভূমিকার মত উকীর শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে উকীর চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়্‌লো—বমি! হুড় হুড় করে—বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চ্যেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে এক জন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্ মিশিয়ে দিয়াছিলেন, রোজা ও চ্যেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা সুতরাং ভূতনাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিলো, সে টুকু উপে গ্যাল! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দুচার জায়গায় ভূতনাবানো দেখেছি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, "ভূতনাবানো" ও "হোঁসেন খাঁ" কেবল জুজুরি ও হুজুকের আনুসাঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

হরিভদ্দর খুড়োর কথা মত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ির হেড্ ক্যারাণী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশল বলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন—যে রকমে হোক্ কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য !

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলে ব্যালায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। এক দিন মামার বাড়ি খ্যালা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান—তাতে নাকটি কেটে যায় সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে " নাক্ কাটা বঙ্কবেহারি " বলেই তাঁরে ডাক্তো, শেষে [illegible]লবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবে[illegible] বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম; তাঁর দাদা সেলরদের দালা[illegible] কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন্ ভ[illegible] কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকা গুলিও রকমারী বটে, [illegible] নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাক্‌বে বড় বিচিত্র নয়—[illegible]নর মধ্যেই বঙ্কবেহারি বাবুরা সিমলের এক জন বিখ্যাত [illegible] উঠেছিলেন, হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে লোকের মেজাজ যে রূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝ্‌তেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই এক জন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন)ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্র লোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়্‌লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্য্যন্ত আইনবাজ হয়ে থাকে, সুতরাং বঙ্কবেহারি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিলো—আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিম, ইকুটীর খোঁচ ও কমন্‌লর প্যাঁচে—বঙ্কবেহারী বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন। ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর

নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও তাঁর কাচে পরামর্শ নিচ্চেন!

আমরা সন্ধ্যার পরে বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম, আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেতে পারি নাই; রাস্তা হতে এক জন ঝাঁকা মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই; তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে—দুঃখের বিষয় এ যে, সেটী সব্ সময় ঘটে না। পাঠকরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন, তা হলে জন্মে আর গাড়ি পাল্‌কী চড়্‌তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন ইস্প্রীংওয়ালা কৌচ্!

আমরা বঙ্কবেহারী বাবুর বাড়িতে আরও অনেক গুলি ভদ্র লোককে দেখ্‌তে পেলেম, তাঁরাও "সোণাকরার বুজরুকী দেখ্‌তে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্প[illegible] আলাপ ও কথা বার্ত্তা থাম্‌লে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমা[illegible] সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সে ঘরটী বঙ্ক বাবুর বৈটক[illegible] লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা মুদু পায়েই ঢুক্‌লেম্; ঘরটি চ[illegible] সমান, মধ্যে সন্ন্যাসীবাগ্‌ছাল বিছিয়ে বসেচেন, সাম্‌নে [illegible]র্ শূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদে[illegible] বাণলিঙ্গ শিব সাম্‌নে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলী ও আগু-নের মাল্‌সা—সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চ্যালা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর!

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়া-লেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠ্‌শালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বস্‌তে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য! এই কন্দকাটা! এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—এই শেতলা! ছেলেদের কথা দুরে থাকুক বুড়ো মিন্‌সেদেরও ভয় পাইয়ে দ্যায়! সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা গজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই সেওরাতে হয়ে ছিলো! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাতরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাতরের ওপোর পা তুল্‌তে শঙ্কিত হচ্চে না; রে বিশ্বাস? তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে এক বার এক জনকে প্রাণ সমর্পণ, করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বল্‌তে পারে! সুতরাং পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বক্রে জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পুজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে; আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টা ক্ষ্যাণেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজ কাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে ধর্ম্মসমাজ, রীতি ও নিয়মও অ্যাড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটী অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্র লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছু মাত্র বিষয় জ্ঞান থাকতো, তা হলে

সাদ করে "ঘোড়ার ডিম" ও "আকাশ কুসুমের" দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং এক দিন আমরা তারে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাক্‌লেও ডাক্‌তে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বস্‌তে বলে অন্য কথা তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বঙ্কবেহারী বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারী বাবু মাতায় একটি জরীর কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চীরজীবী হয়ে" পেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনী মাত্র ব্যবহার ক... ছিলেন, আর হাতে একটি লাল রঙ্গের রুমাল ছিল তাতে রি... সমেত গুটীকত চাবী ঝুল্‌চে।

বঙ্কবেহারী বাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও শেক হ্যাণ্ড চুক্‌লে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বল্লেন যে এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজ্‌রুকী ও ক্যারামত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশ মত দুই একটা জাহীর করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্কবেহারী বাবু প্রোগ্রাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমে ঘটের উপর হতে একটি জবা ফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঘটের উপর থেকে জব, ফুল বর্ষাকালের কড়কটে্য ব্যাংঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, সন্ন্যাসী তার দুহাত তফাৎ বসে রয়েচেন—এ দেখ্‌লে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়, সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক ক্ষাণিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুকখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! এমন সময় এক জন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুদ হয়ে যাবে; পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকেদের সন্দেহ হয় তার জন্য সন্ন্যাসী একটী নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদ টুকু ঢেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে তর হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে!

সন্ন্যাসী নতুনসরায় মদ ঢেলেই একটি হুহুঙ্কার ছাড়্‌লেন, ফুদে

ছেলেরা আঁত্‌কে উঠ্‌লো, বুড়োদের বুক্ গুর্ গুর্ কত্তে লাগ্‌লো; এক জন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে "গুরু! এ কটোরেমে ক্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুদ্ হো বেটা!" বলে তাতে এক কুশী জল ক্যালবামাত্র সরার মদ দুদের মত সাদা হয়ে গ্যাল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এই রকম নানা প্রকার বুজরুকী ও কার্দ্দানীর প্রকাশ হতে হতে রাত্তির এগারোটা বেজে গ্যাল সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্ক বাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো, আমরা রাম রকমের একটি প্রণাম দিয়ে একটি উল্লুক হয়ে বাড়িতে এলেম-একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকা মুটেটি যে রাৎকানা তা পূর্ব্বে বলে নাই সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে উজোন আদ ক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পোঁচে রেখে তবে বাড়ি যাই. দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবার গুলি সব খেয়ে গিয়েছিলো, দোকান গুলিও বন্দ হয়ে গ্যাচে সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হত ভোম্বা হয়ে সে রাত্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি "দশ দিন চোরের এক দিন সেদের" ক্রমে অনেকেই বঙ্ক বাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরী ধত্তে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্ক বাবুর বাড়িতে গেলেম; পূর্ব্ব দিনের মত জবা ফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, এমন সময় এক জন মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাশের বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন, শেষে হুড়ো মুড়িতে বেরুলো জবা ফুল্‌টি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল!

সংসারের গতিই এই, এক বার অনর্থের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বালুঞ্চী বাঁধা জবাফুল ধরা পড়্‌তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোব্‌ড়া তুব্‌ড়ির খানা তল্লাসী কত্তে লাগ্‌লেন; এক জন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোন্ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন, সন্ন্যাসী এক দিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দ্যান্ সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না প্যেরে ঘরের কোনেই (ফোরওয়াল

মেজে নয়) পুঁতে রেখে ছিলেন' তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিলো—স্থ এক জনের পায়ে ঠ্যাকাতেই স্বসন্ধানে বেরুলো। সন্ন্যাসী আম... সাক্ষাতে যে মদকে দুদ্ করে ছিলেন, সে দিন তারও আক্ ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিসের এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বল্লেন, যে আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়, এই রকম ধর পাকড়ের পর বঙ্কবেহারী বাবু ও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে, আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম, হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি ক্যোড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আদ্ গুণও নাই, আমরা সহরে কদিন কটা উর্দ্ধ্ব-বাহু কটা অবধূত দেখ্‌তে পাই? ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরীরও লাঘব হয়ে আস্‌চে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুসঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে কিন্তু কল্‌কেতা সহরের এমনি প্রসব ক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়িসী চির দিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভাণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নিচে ফ্যালে তার জন্যই শশব্যস্ত। এক জনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে "মা! তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ" সেই রকম এক দিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ভ" বলেও ডাকতে পারি—কল্‌কেতার কি বড় মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক এক জন এক একটি রত্ন!! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

বাবু পদ্মলেচন দত্ত

ওরফে

হঠাৎ অবতার।

বাবু পদ্মলোচন ওর্ফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়ামুর্শীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্ম গ্রহণ করেন, নাউপাড়ামুর্শী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে, গাঁয়ের জমিদার মজফ্ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিরত ছিলেন। [illegible] ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখ্‌তেন—মানীর মান রাখ্‌তেন ও লোকের খাতির ও সেলামাল্‌কীর ক্ষুণ্ণ কর্ত্তেন না, ফারশীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফ্ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা হুঁকা মারা ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাঠির হুকুম হাকাম ও নিষ্পাত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপোরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জল জলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু ত্রুটি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়্‌তে হয়েছিলো কিন্তু নিঃসত্ত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড় ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়ির একটি পোসা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পর্‌বার একখানি

লাল পেড়ে সাড়ী দাইকে বকসিস্ দ্যান। অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দরেরাও একটি শিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিলো। ক্রমে মহা আনন্দে আট্‌কৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাট কৌড়ে ছেলে আছ ভাল; ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড় ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ ও দূর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দ তলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়্‌তে লাগ্‌লেন। গুলী দাণ্ডা, কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছলে গেলী প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়্‌লেন। পাঁচ বছরে হাত খড়ি হলো, গুরু মশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুর পাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশীলে রোগেরও অভাব রইলো না: ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ্ মলেন, তাঁর মা আগুর খেয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে মল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষ শূন্য প্রায় হলো; জমি জমা গুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গ্যাল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপোর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাঁসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস্ কাপড় কোচানো ও লুচী ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখা পড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন!

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েরদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগ্‌লেন; ক্রমে দু-এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো

মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড় মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখ্‌তে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর ন্যান্ তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নো-ওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তর দেখ্‌তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটী বাড়্‌লেন, ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গড়ুরের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটা হাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু চার খানা সই সুপারিস্‌ও হস্তগত হলো: শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্র লোকের ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচী ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়ে ছিলো; ক্রমশ লুচী ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে ক্রমে লুচী ভাজায় তিনি এমনি তইরি হয়ে উঠ্‌লেন যে তাঁর মত লুচী অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজ্‌তে পাত্তো না! বাসাঁড়েরা খুসি হয়ে তারে "মেকর" খেতাব দ্যায়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে ——————" যখন পড়্‌তা পড়্‌তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোণা মুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভ গ্রহ ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দি অনুগ্রহ করে সিপ্‌সরকারী কর্ম্ম দিল্লেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগ্‌লেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজতে লাগ্‌লেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতা গুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল কর্ব্বার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দিকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দ্যাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচীর ফোসকার মত ফুলে উঠ্‌লো—বের জল পেলে কনেরা য্যামন কেঁপে ওটে; তিনিও তেমনি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দির সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছদ্দি কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দি হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝ্‌তে পাল্লেন, তার পর দিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যাল, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটু-গোড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোনার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হুজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে ভুঁদুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে চোরের মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজ কাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড্‌রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সোজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন—সহরে ঢিঢি হয়ে গ্যাল—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক!

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু আছেন" যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্য মনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাদন

দড়ি ও গোদা বাড়ির " গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে " রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার ?"—" না আমি যখন যার তখন তার।" তেমনি হুতোম পাঁচা বলেন সহরে জয়-কেতুরাও " যখন যার তখন তার " !!!

জয়কেতুরা ভদ্র লোকের ছেলে, অনেকে লেখা পড়াও জানেন তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনস্থনে ও ব্রোকই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কল্‌কেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ্ বৎসর হলো সহরের " হঠাৎ বাবুর " উপসংহার হয়ে যায় তন্নিমিত্ত 'জয়কেতু ,, মোসাহেব, " ওস্তাদজী,, "ভড়ুজা,, "ঘোষজা,, "বোসজা,, প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের বোশায়,, জুড়াবার জায়গা পেলেন!

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্‌লেন, পড়তাও ভাল চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্‌বিসনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্ধূলো খান—পা চাটেন—দলাদলীর ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত বুটিংপেপার; পদ্মলোচনের জোর-দণ্ড প্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনীর সময় গবর্ণমেন্ট যেমন দোচোকোব্রত ভল্‌ন্টিয়ার জুটিয়ে ছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত !!!

বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতি পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা জান! পদ্মলোচনও পাঁচ জন কুলোকের

পরামর্শে দেমারিসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটীকারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোস্ত উঠ্লেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগ্লেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগ্‌লো, রাজে লোকে "হঠাৎ" অবতার খেতাব দিলে—দর্শক শ্রেণীর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক হয়ে—ক্ল্যাপ দিতে লাগ্‌লেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরে ছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ঈহুদিদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজ্‌রুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ক্রটি করেন নাই।

বিলাতি জুজেস্ ক্রাইষ্ট-এক টুক্‌রো রুটিতে এক শ লোক খাইয়ে ছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দু মতের কেষ্টও পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করে ছিলেন; পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিষে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন;" কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ীর ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ি বুড়ি মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে "হাতবুলানো" পাইয়ে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকী প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মরকের শকুনির মত নাচ্‌তে লাগ্‌লেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রক-মারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভোঁড়ুঁয়ে ভোঁমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থ হীন উই পোকারা—আন্‌সাড়ে আরুস্থলোর দল, আর দু একটা গোড়িমও-য়ালা ক্ষুচ্‌কে নেংটী ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ্ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতে-ও তত হয় না; "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা

সহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো. ক্রমে সহরের বড় দলে খপর হলো যে কল্‌কেতার ন্যাচর্‌্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়্‌লো!

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগ্‌লেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, সহরের বড় মানুষ হলে যে সকল জিনিস্ পত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস্ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে স্ববর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখ্‌লেন।

বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য. অনেক বড় মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ি গুলি আজও মনিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর অ্যামন কিছু কাজ হয় নি যা দ্যাখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্‌ড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদিরা যেমন হজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন,—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্পায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়্‌বেন কেন।— এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান্, স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবী বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ্ পড়ে গ্যালে ফরসা হবার পূর্ব্বে গাড়ি বা পাল্‌কী করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবী হতে পরিত্রাণ পান। ছোকরা গোচের কোন কোন বাবুরা বাপ্ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে এক জন চাকোর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকোর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেজ্যোয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসী পাতা ব্যবহার

করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তির ক্যেটে গ্যেলে বাবু আমোদ লুটে ফোরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছ্যেলে ব্যালা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শুনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক কতক গুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল্; তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কমচে না। এমন কি এক জন বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস্ কর্‌বার যো নাই, তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখ্‌তে পাবেন বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাঁস্‌চেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দ্যাখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আন্‌তে পার্ব্বেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হবে, হয় ত সেকালের নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; সহরের বড় মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়ে মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কাম ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্‌নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেস্ জানি অনেক বড় মানুষের বাড়ি, মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও ব্রহ্মকম্বলের

ড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের, নুন তেলের মত উহ্নো ন্দো আছে! যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক অধিক ভড়ং, যেখানে লাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্র লোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতর বাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্ম গ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতিসমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না! সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড় মান্ষী কেতা. সেই পাকানো কাচা সেই কোচান চাদর, লপেটা জু.তা ও বাবরী চুল আজও দ্যাখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুরেরা য্যামন তেমনিই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিলো কেউ হঠাৎ বড় মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড় মানুষীর নজীর হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গ্যাল—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়্‌লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কর্ত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে———————রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগ্‌লেন, পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁর হাত যশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিলো; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠ্‌লো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুম ধাম্ হবার পরামর্শ হতে লাগ্‌লো!

ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো, ঘটক ও ঘট্‌কীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখতে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন—"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তর থাকবে" এমনটি শীগ্‌গির জুটে ওটা সোজা কথা নয়. শেষে অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোণার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম

মিস্ত্রিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো। আত্মারাম বাবু খাস বি কাম্পেনীর কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মা বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়, সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এসওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্ব, সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজিগিজ করে— সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেয়েলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধুম! সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক, ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু অ্যাতো নয়!

দিন আসুচে; দেখ্‌তে দেখ্‌তেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়ে বাড়িতে নহবত বসে গ্যালো, অধ্যক্ষ ভট্ট চার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁঠ বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোণার লোহা ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো, বড় মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোণাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গঁ্যাদড়া, কদ্দক, গোলাব ও আতর এক এক জোড় শাল, সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজন্দরে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই!

এ দিকে বিয়ের বাই নাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রুপোর বালা লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দী পরা চাকরেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তইরির জন্য দর্জ্জীরা এক মনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকেই

লালে লাল হয়ে গ্যালো. ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের পুরাণ শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিে লোকও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন !

১২ ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিলো, পৌষ ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে সহরে ঢি ঢি গিয়েছিল যে " পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হ লাগ্‌লো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চল্‌বার প করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অভ্রের হাত ঝাড়, পাঁঞ্জা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তী নবত ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপোর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়া প'ঙ্‌খী, হাতীপ'ঙ্‌খী ও উঠপ'ঙখী ও ময়ূর প'ঙ্খী ; প'ঙখী গুলির ওপোরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আসে পাশে তক্‌তানামার ওপোর " মগের নাচ " " ফিরীঙ্গীর নাচ " প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক্‌ ঢাক্‌ মায় রোষোনচৌকী—শানাই ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা ; সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক ; হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্‌ সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাস গেলাপ, ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চাযিয—ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা ; এর পেছনে রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক্‌ সওয়ার, বরের ইয়ার বক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খানসামা ও রুপোর সুখাসনে বর ; সুখাসন খানীর চার দিকে সায়

লণ্ঠন টাঙ্গান, সামনে রুপোর দশ ডোলে বসান ঝাড়, চামর ধরা দুটো ছোঁড়া ; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা মাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী াক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকল র উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাত লণ্ঠন ধরে ন যাচ্চে।

ব্যাণ্ড ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মছিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাক্‌বে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গ্যাল, বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লো, হুতোমপ্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌সা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর, কনে বাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বর যাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতি বুড়ো ও বওআটে ছোঁড়ারা গ্রামভাঁটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর, সভায় গিয়ে বস্‌লেন, ভাটেরা ছড়া পড়্‌তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকী মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলচী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেস্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেস্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতর গেলেন, ছাঁদনা তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেই খানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন "হাতে দিলেম মাকু একবার ভ্যাকরত বাপু" বর কলেজ বয় আড়চকে এয়োদের পানে

তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন সুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি শালাজরা কাণ মলে দিলে, শালীরা, গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল তুক তাক্ ও অশুদ্দ বিষুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্গু কর্বার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়; আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েচি তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়্লে মুখে দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মান ভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাস্তে লাগ্লেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না" বলে চেচিয়ে উঠ্লো, বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরন্তরে পালিয়ে গ্যাল—বিয়ে বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্লো, হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্ তাকের পর বর কনের গাটছাঁড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুটতে লাগ্লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন, এক কড়া দুদ দরজার কাছে আগুনের ওপোর বসান ছিলো কোনেকে সেই দুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখ্‌ছি" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্ তাক্ কল্লে পর বরকনে জিরুতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, অধ্যক্ষরা

প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন—ঘরকোনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, যে বাড়ির বড়গিন্নীর মতে আজকের রাত—কাল রাত্তির।

শীত কালের রাত্তির শিগ্‌গীর যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতস্নানে মেয়ে গুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে,—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চাযিরা স্নান করে "মহিম্ন পারন্তে" মহিম্ন স্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন! এ দিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির অ্যাক অ্যাকটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, অ্যাকেবারে সকাল বালা প্রাতস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পূজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরে ছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জম্‌লেন—মোসাহেবরা "হজুর! কল্‌কেতায় অ্যামন বিয়ে হয় নি হবে না" বলে মধুর লাগানে খোলাতে ল্যাগ্‌লেন; ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর চাকরানীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও এক থানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রোশনচৌকির লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখ্‌লেন, অধিক অংশই পচে গ্যাল—কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে

গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড় মানুষদের বাড়ির গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়; শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফোল্কে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরো এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড় মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি যাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্ব পরম্পরায় সে গুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে, কিন্তু আজ কাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পুজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেই গুলি—বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বাই কত্তে হয়। আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাছে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি ইনিই তিনি!

এ দিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যাল, পদ্মলোচন বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগ্‌লেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বন ফাঁক দিতেন না; ঘেঁটু পুজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও শকের যাত্রা বরাদ্দো ছিলো ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পুজো আচ্ছা কত্তেন; রক্ষিত মেয়ে মানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পুজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে দ্যান। ইংরিজী লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্ম গ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দু ধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের উপকারের জন্য অ্যাক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভাল করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক

হলে তাড়িয়ে দিতো—এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর ঘরে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহানু পবিত্র বলে সহর বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখ্‌তেন না! ঊনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড় মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক যত্নবান হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি য্যামন হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবাবিবাহের নাম শুনলে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরাজী পড়্‌লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরাজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যেসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধ সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটাও তাঁর জানা ছিলো, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলি "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"'র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবর্ত্তী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষত তাঁর ছোঁয়ানেপানা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল, ডাক্তারী অষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ রথী তটস্থ করেন; সেখানে তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে ব্রহ্ম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠক ! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে অম্মানেন আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস ! যে দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক ! যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবো, সকলি নিরর্থক হবে !

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহু রূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড় মানুষরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বাবু অ্যাক্ অ্যাক্ তরো, আমরা চড়ক্‌র নক্‌শায় সে গুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল থাস হিন্দু ; এই হঠাৎ অবতারের নক্‌শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার থাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পার্ব্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফরমেসনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট !

[illegible]ঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথ-[illegible]য় পরিচয় দিয়ে নিয়েছি ; আমরা ক্রমে [illegible]রো শত ঘনিষ্ট [illegible]তই রং ও নক্‌সার মাজে মাজে সং সেজে আসবো—আপ[illegible]ত পারেন, হাততালি দেবেন ও হাঁসবেন।

মাহেশের স্নানযাত্রা।

গুরুদাস গুঁই, সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারো আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল—পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি মাত্র!

গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়; এমন কি, কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না খানা ও জিনিস্‌টে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওট্‌বার পূর্ব্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্দর মাসের আরন্দটি বড় ধূমে গ্যাচে, আর পিটে পার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হয়ে ছিল—ক্রমে স্নান যাত্রা এসে পড়্‌লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে, সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যাস্ত হয়ে পড়্‌লেন। নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না: ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যাল। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগ্‌লো; দুঃখের বিষয়—চাঁ[illegible]তলার হলধর বাগ—মতিলাল বিশ্বেস ও[illegible] ধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন[illegible] হলধর একটা চুরী মাম্‌লায় গেরেপ্তার হয়ে দু বছরের জন্য[illegible] গেছেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাত্‌কোর ভেতর পড়ে [illegible] তাতেই তাঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েচে, আর হারাধন গে[illegible]

টাকা বাজার দেনার জন্য ফরেশ ডাঙ্গায় সরে গ্যাছেন; সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নান যাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌লো, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্দ করা [illegible] ন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গর্দ্দিতে থেকেও গুরুদা[illegible]কে স্নান-যাত্রায় যাবার আয়োজন কর্ত্তে হয়!

এ দিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োজন হতে লাগ্‌লো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে এক খানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরী ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি-খিলীর দোনা, মোম বাতি ও মিটেকড়া তামাক ও আর আর জিনিষ পত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখ্‌লেন।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধূম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ-খ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশা-ইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত [illegible] গোপাল এক জোড়্ লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) [illegible] পেতলের বড় বড় বোতাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের [illegible]র ঢাকাই উড়ুনী তাঁর গায়ে ছিল, আর একটী [illegible]ল আংটিও আঙ্গুলে পরে ছিলেন—কেবল [illegible]জোটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই সুদু [illegible]লদার ঢাকাই খানি বহুকাল ধোপার [illegible] ময়লা ময়লা বোধ হচ্ছিলো, নতুবা [illegible]পেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই

দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়ে ছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর স্কুলের ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কা চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পুজোর স তাঁর আই, ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন; সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখ্‌তে বড় মন্দ দেখায় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়—বল্‌তে কি, তিনিতো বেসী দিন পরেন নি, কেবল পুজোর সময় সপ্তমি পূজোর এক দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখ্‌তে যাবার সময় এক বার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পুজো হয়, তাতেই এক বার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুন্‌তে গেছলেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবা মাত্র গুরুদাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বস্‌লেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজও খুঁটী ঠ্যাসান দিয়ে উপু হয়ে বস্‌লেন। গুরুদাসের মা চকমকী, শোলা, টিকে, ও তামাকের মেটে বাক্সটি বাই করে দিলেন। নবীন চক্‌মকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজ্‌লেন। ব্রজ পাত্‌কো তলা থেকে হুকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন, সকলেরই এক এক বার তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুক ধুতে গ্যালেন; অ্যামন সময় ঝম্ ঝম্ করে অ্যাক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে লাপাতে লাপাতে দাওয়ায় উঠ্‌তে লাগ্‌লো; নবীন, গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। নবীন একটী শখের গাওনা জুড়ে দি...

"শখের বেদেনী বলে কে ডাক্‌লে আ...

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অ... যাচ্চে তার ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থেমে ... মুখ ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লে... খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভা... ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে ... ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে ...

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নান যাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা দু পুরের পর মাহেশ পোঁছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এ দিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং, করে দশটা বেজে গ্যাল, নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবড়াতুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা এক খানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আনতে বল্লেন, তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আন্‌তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল, কলা কানাই বাঁশী ও কুলী বেগুণ আ[illegible] প্রতিশ্রুত হয়ে ছিলেন।

গুরুদাসের পোসাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি এক খানি সরেস গুল্‌দার উড়ুনী গায় দিয়ে ছিলেন, উড়ুনীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়--কেবল ক্লাটের বুচো বাঁদবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো--তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি " বেঁচে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে " পেড়ে এক শান্তিপুরে করমোসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বক্‌লস্ দেওয়াছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন, সেখায় কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠ্‌লেন, কিন্তু মাজিরা সুঁট্‌কী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসে ছিল, জোয়ারো আসে নাই, সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্দ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েস যুড়ে দি[illegible] [illegible]োপাল সন্তর্পণে জবারির চৌপলের শোলার ছিপিটি খুল্লে [illegible] ব্রজ অ্যাক্ ছিলিম গাঁজা তইরি কর্ত্তে বস্‌লেন--আতুরী ও জবারিরা

চল্‌তে সুরু হলো, ফুলুরি ও বেগুণ ভাজীরা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহ গমন কত্তে লাগ্‌লেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌লো—এ দিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

" হেঁসে খেলে নেওরে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে ॥
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দ্যায় ট্যাকে।
তখন নুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদ মুখে ॥ "

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম্‌ মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, গোপাল ও গুরুদাসের ফুর্ত্তি দ্যাখে ঐ

দিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাছে, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে ও বুকের কাপড় খোলা হাঁকরা ছুঁড়িরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে চলেচে; এমন কি রাস্তায় গাড়ি পালকী চলা ভার; আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টান্‌তে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারি তক্‌রার হচ্চে—এক এক খানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দুজন, পেছনে এক জন ও কোচবাক্‌সে দুজন—একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও! গেরস্তর মেয়েরাও বড়-ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাঙ্গর বউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন, জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজ্‌বেন!

গঙ্গায়ও আজ চূড়ান্ত বাহার: বোট, বজরা, পিনেস্‌ ও কলের জাহাজ গিজ্‌ গিজ্‌ কচ্চে, সকল গুলি থেকেই মাত্‌লামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে. কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ [illegible] হব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকা[illegible] [illegible]ার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে

ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্ছা গলায়—মৈমন সিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ "রাম" কে "অাঁম" ও "দাদা" ও "কাকাকে" "দাঁদাঁ! কাঁকাঁ" বল্লেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে "বিদ্যোৎসাহী" কর্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ্ খান ও ব্যাল্লা চারটে অবধি পূজো করেন—অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ!

কোন পিনাসে এক দল সহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্‌পিচে লিড্‌নি মরের শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্‌সি খানিতে এক জন তিসকাঞ্চুনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়ে মানুষের অভাবে পিস্‌তুতো ভাই, ভাগ্‌নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবি খিলি নাই; অ্যামন কি, এক্‌টা খেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্-মেজাজ্—এমনি সক্ যে, পান্‌সির পাটাতনের তক্‌তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায় ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এ দিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া দাওয়া হয়েচে, দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, অ্যামন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন "দেখ্ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, অ্যাক্‌টার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েছে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রার আমোদ হয় না, যা বল, যা কও"— —— অমনি কেদার "ঠিক বলেছো বাপ"! বলে কথার খি ধরে [illegible] নলেন; অমনি নারাণ বলে উঠ্‌লেন "বাবা যে নৌকো খানায় [illegible] সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্‌ খি, [illegible] বাবার [illegible] গু দিতে গয়া কাশী যাচ্চি"।

গুরুদাসের মেজাজ আলী হয়ে গ্যাছে, সুতরাং [illegible]

বলেছো! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম ; ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কব্‌লে অ্যাকটা মেয়ে মানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচপাঁও নাই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ” এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ একেবারে উঠ্‌লেন ও মাজি-দের নৌকো খুল্‌তে মানা করে দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এ দিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে——

“যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখ্‌বি মজা রিষ্‌ড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী॥
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুই পুরে ঘুন্‌সী খাসা,
উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোণামণি॥”

গান ধরেচেন, অ্যামন সময় মেকিণ্টশ বরন্‌ কোম্পানির ইয়া-র্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে খাঁড় নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল ; তারা গুরুদাসকে চিন্‌তে পেরে তাদের নৌকো থেকে

“চুপে থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌রে ব্যাটা ক নায়ে ভাগ্‌নে!
গরু চরাস্‌ লাঙ্গল ধরিস্‌ এতে তোর য্যাতো মনে॥”

গাইতে গাইতে হুর্‌রে ও হরিবোল দিয়ে, সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গ্যাল ; গুরুদাসেরাও দুউও হাত্তালি দিতে লাগ্‌লেন ; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়ে মানুষ না থাকাতে সেটী ক্যামন ফাঁক্‌ ফাঁক্‌ বোধ হতে লাগ্‌লো! এ দিকে বোটওয়ালারাও চেপে দুউও ও হাত্তালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গ্যাল।

গুরুদাস নেসাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গ্যাল, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে প্যারেন না, শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপ-[illegible] য় মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা

[illegible]

আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
[illegible] গোলাপের বিয়ে হবে দৈতে যাবো জল।

গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোম্‌টার ভিতর খ্যাম্‌টা নেচে ঝম্ ঝমাবে মল।"

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘণ্টা ক্যাণেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাছেন, অ্যামন সময় ব্রজ, গোপালও ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথায়ও এক জন মেয়ে মানুষ পেলেন না; তাঁদের জানত ও সহরের ছুটো গোছের বাচ্‌তে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে অ্যাক বারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন, (জয় কেষ্টো মুখুয্যের জেলে জাওয়াতে তাঁর প্রজাদেরো অ্যাতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোক বনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃদ্‌পিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার॥
...যামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাঁকী,
...ড় ছেড়ে শিক্‌লীকাটা ধরা ভার॥

...ও এসে পড়্‌লেন—গুরুদাস মনে
...কোন মেয়ে মানুষের সন্ধান নাই
...একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে
...করেছিলেন, যদিও তাঁরাই
...না, গুরুদাস বাবু আর
...নৌকোয় এসেই মেয়ে
...য়ে পড়্‌লেন, কিন্তু
...তিনি উৎসাহহীন
...দিয়ে মেয়ে মানুষের
...পূর্ণমনোরথ হবেন,

নিজেও জান্‌তেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানু-বর্ত্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বল্‌তে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দ্যেখে তাঁর ইয়ারেরাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লেন। কেবল নারাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকোয় বসে অত্যন্ত দুঃখেই ——

"নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায়॥
হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি,
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিন মুখী,
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায়॥"

গাইতে লাগ্‌লেন—মাজিরা "জুয়ার বই যায়" বলে বারম্বার ত্যক্ত কত্তে লাগ্‌লো। জলও ক্রমশ উড়োন চণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইয়ার দলের অসু-খের পরিসীমা রইলো না!

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন— সিঁদুরেপ… শোভাবাজারের ও বাগ্‌বাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও … গ্যালেন কিন্তু কোন খানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না… নার বাড়িতে ফিরে গ্যালেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, যে গুরুদাসের … গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসি… আমাদের একটি কথা রাখ্‌তে হবে"… দাস! কি কথা রাখ্‌তে হবে … কি রাখ্‌বো না! আগে ব… "পিসি যদি তুমি আমাদে… বড় ভাল হয়, দেখ … স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কি… আমার নিজের জন্য … মিষ রকমে যেতে মন … যাবো, তুমি কেবল …

বলে।” পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ অ্যাড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন!

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌছিলেন, নৌকোর ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়ে মানুষ নিয়ে আস্‌তে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কোসে ঝপাঝপ্‌ করে দাঁড় বাইতে লাগ্‌লো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাক্তে লাগ্‌লো, গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে

“ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি বাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়!
আরে ও! কদম্‌ তলায় বসি বাঁকা বাঁশরি বাজায়,
আর মুচকে হেঁসে নয়ন ঠারে কুলের বউ ভুলায়॥
হুড়র হো! হো! হো!”

গাইতে লাগ্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নৌকো খানি তীরের মত বেরিয়ে গ্যাল।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ্‌ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এ দিকে জোয়ারো মরে এলো, ভাঁটার সারানী পড়্‌লো—নোঙ্গোর করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকো গুলির পাছা ফিরে গ্যাল—জেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেঁউতি জাল তুল্‌তে আরম্ভ কল্লে সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন তাঁরে সেই খানেই নোঙ্গোর কত্তে হলো—তিলকাঞ্চনে বাবুদের পানসী ডিঙ্গি, ভাউলে বজ্‌রা ও বোট্‌ বাজার পোট্‌ জায়গায় ভিড়োনো হলো—গয়নার যাত্রীরা জিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চল্লেন; পেনিটী কামারহাটী কিম্বা খড়দয়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌছুবেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, প্রিয় সখী প্রকৃতি প্রিয় কার্য্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু

বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগ্‌লেন, বক ও বাল্‌হাঁসেরা শ্রেণী বেধে চল্লো, চক্রবাক মিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হলো; হায়! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে!

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা য্যামন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে পথের ধারের পুরোণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও ঝোপ ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেম্‌নি অন্ধকারো এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাতকোর ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমণীস্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট্‌ করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচ্‌কে ছুঁড়িদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাঁসী ধরে না। নোঙ্গোর করা ও কিনারার নৌকো গুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগ্‌লেন; বোধ হতে লাগ্‌লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমাল্য ধারণ করে নাচ্‌তে লেগেচেন, বায়ু চালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোন খানে বালির খালের নীচে এক্‌খানি পিনাশ নোঙ্গোর করে রয়েচে, চাঁদনীর আলোয় বাবুরা পিনাসের ছাতে মজ্‌লিস করে বসেছেন—রকমারী বেধড়ক চল্‌চে, গঙ্গার চমৎকার শোভায়, মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউএর ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পুরবী রাগিণীতে——

'যে যাবার সে যাক্‌ সখি আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনা জলে, সে কালা কদম্ব তলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে!'

গান ধরেচেন, কোন খানে এই মাত্র এক খানি বোট্‌ নোঙ্গোর কল্লে—বাবু ছাতে উঠ্‌লেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেচনে পেচনে চল্লো, এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন চাচা! জায়গাটার নাম কি? অমনি বোটের মাজি হুজুরে সেলাম

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সঙ্ক্ষেপ হয়ে আস্‌ে
ড়ীতে ম্যাকরা বসে গ্যাল—কদারে বা্‌নরা ও
ন—সংস্কৃত কালেজের ফলারের প্রাকেস
ক্‌চর দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ও
ফেল্লেন—এ দিকে চতুষ্পাঠিওয়ালা ভট্টাচার্য্যরা
অর্দ্ধ পত্র পেতে লাগ্‌লেন; অনাহুত চতুষ্পাঠীহীন ভট্ট
সুপারিস্‌ ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর
নিমতলা ও কাশীমিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর হ ত্তে হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গ দেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়; জানিত ভদ্দর লো দের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে।

ভট্‌চায্যি মশাইদের ছেলে ব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না কেবল সংবচ্ছর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ-কাঞ্চন মূল্যের জন্য!

পাঠকগণ! এই যে তিঁদ্ধি ও তক্‌বাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার ন্যায়লঙ্কার বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদে দেখ্‌চেন, এঁরা বড় ব্যাল। য ন না। এঁরা পয়সা পেলে না করেন হ েন কর্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন! পয়সা দিলে বানর্‌ওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোসাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন! যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দায়-মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজ্‌ কাল্‌ সহরের দলপতি দলে অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েচেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু অন্দরটা ফাঁক'—মাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে

...প্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ...ও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ও * * * * ...কার তর্ক বিতর্ক চল্‌তে লাগ্‌লো। (দুই এক ...জার কল্‌মে, মান অপমানের ভয় নাই) রমা... ...রাক্কা না রেখে আপন আপন দলে প্রোক্লেমেশন ... ...মসন, দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে দু ...কোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়্‌লেন—শানুকীর ইয়ারেরা "বারে বারে ঘুরগী তুমি" দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়্‌তে হলো। সুতরাং নিস্তির খুড়ো জিভ্‌ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেশন, জুরির শমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়লো, সে এই—

"শ্রীশ্রীহরিঃ—

শরণং—

অশেষ শাস্ত্ররত্নাকর পারবরপরম পূজনীয়—

শ্রীল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ—

শ্রীচরণেষু—

ধর্ম্ম—

সেবক শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ—

শাষ্টাঙ্গে শত শহস্র প্রণীপাত পুরসর নিবেদনং কার্য্যণঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণগতীক কুশল পরে সে হেতুক ৺ রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রশাদ [illegible] খাঁর মাতা ঠাকুরাণীর একোর্দ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহাসমারোহ করিতে-ছেন এই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নীপতি বাবু ধনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যক্ প্রতীয়মাণ হইয়া বলিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র আসিই-বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী ৺ সভার দলের ...

দয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু
ড়িয়ে মরে গ্যালেন, হায়! পরশ্রী কাতরদের—
যাকে।

বাবুদের খড়্দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী
গোতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী ধুম,
য়গায় কাল শনিবার কলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার,
ই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েশ ও চোহেলের হদ্দ! বাগান-
বুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্ খ্যালাবার জন্য পান্সী ভইরি,
কার কাচ হতে এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়াবার জন্য
রবি ঘসা হচ্চে ও মাজিদের লাল উর্দ্দী ও আণ্ড পেছুর বাদ
নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ার দল, খড়্দর বাবুরা ও
র ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয় যদি মহিন্দর মল্লিক—চীনে
কাবিনেট্ মেকর—ভারি সৌখিন—সকের লাগির বল্লেই

দিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ
তেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠ্লেন—মাঠে লোকা-
দি মণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল লেগেচে; এর
ই নানাপ্রকার দোকান বসে গ্যাছে, ভিকিরীরা কাপড় পেতে
ক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী
নিয়ে বষ্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা ক[illegible] লোকের হর্রা, মাটের
ও রোদের তাত একত্র হ[illegible]কার মেওয়া প্রস্তুত
, অনেকে তাই দিল্লীর লা[illegible] সাদ্ করে সেবা
!

ক্রমে ব্যালা দুই প্রহর বেজে গ্যাল, সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে
গামছা, রুমাল চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পা[illegible] পাচ্চে না।
চাঁদমুখ নিয়ে বেদির ওপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর
ধুলোয় ম[illegible]; প্রলয় তুফানে জেলেডিঙ্গির [illegible] খাও-
[illegible] ও কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা দ্যা[illegible]ক!
[illegible]ম একটা বেজে গ্যা[illegible] জগন্নাথের [illegible]ার স্নান

হয় না—দশ আনীর জমীদার "মহাশয়" বাবুরা না
স্নান হবে না, কিন্তু পচা আদা ঝাজে ভরা—তাঁদের
না; ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়্লো, আ
তলা, আঁম বাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে
সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুঁক্লেন, অনেকেই
কুল দেখ্তে লাগ্লো, ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যাল,
রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্লো, সকলেই অস্থির, এমন সময় শো
বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে
হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন! চিঁড়ে দই মুড়ী মুড়কী চা
দেদার উঠ্তে লাগ্লো, খোস্ পোসাকী বাবুরা খাওয়া
কল্লেন, অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাছে, সুতরাং
দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর তিন
চারটে বোজ্জে গ্যাল, বাচ খ্যালা আরম্ভ হলো—কার্ নৌ
গিয়ে নিশেন ন্যায় এরি তামাসা দ্যাখ্বার জন্য সকল
খুলে দেওয়া হলো, অবশ্যই এক দল জিৎলেন, সকলে জু
হাততালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ
সকলে বাড়ি মুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে ল
শেষে ততই গর[illegible]তে লাগ্লো কাশীপুরের চি
বালির ব্রিজ, কেউ[illegible]য় প্রসন্নকুমারঠাকুরের ঘাটে
কেউ বাগ্বাজার [illegible]টোলার ঘাটে নাব্লেন।
বিষণ্ণ বদন—স্নান [illegible]নককেই ধরে তুল্তে হলে
চার পাঁচ দিনের পর [illegible] নাগাড় মরে—কির্ তি গোবে
" মরা গুরুদাস হ'বুর [illegible]খানা বেচে নিতে পাল্লেম